RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৮, সংখ্যা: ১৭, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৩ আগস্ট - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 28, Issue: 17, Cooch Behar, Friday, 23 August - 5 September, 2024, Pages: 8, Rs. 3

মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন, দাবি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আর জি কর কান্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসি চেয়ে এবারে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল করল তৃণমূল। ২৪ আগস্ট শনিবার কোচবিহার শহরে ওই মিছিল হয়। রাসমেলার মাঠে গোটা জেলা থেকে কর্মী-সামর্থকদের সেখানে হাজির করানো হয়। সেখানে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত করতে চার হাজার গাড়ি ভাড়া করানো হয়। মিছিলের ভিড়ে গোটা এলাকায় যানজট তৈরি হয়। চরম হয়রানির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, বিধায়ক পরেশ অধিকারী, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, হিতেন বর্মণের নেতৃত্ব। মিছিলের পর একটি সভাও হয়। সেখান থেকে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন উদয়ন। তিনি বলেন, "সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পরে এগারো দিন পার হয়ে গিয়েছে। নতুন করে গ্রেফতার হয়নি। তদন্তের কি অগ্রগতি হয়েছে তা জানানো হচ্ছে না। সিবিআই অঙ্ক শেখেনি। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের নোবেল উদ্ধার করতে পারেনি। ওদের কাছে গাদা গাদা মামলা পড়ে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতারা যা শিখিয়ে দেয় তার বাইরে কথা বলার ক্ষমতা নেই। ওরা তোতা পাখি। সিবিআই তদন্তটাকে ধীরে চালিয়ে সিপিএম-বিজেপিকে সুযোগ করে দিতে চায়। গ্রামের মানুষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন তা প্রমাণ করে দিয়েছে কোচবিহারের এই মিছিল। গ্রামের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে।" তিনি আরও বলেন, "রাজ্য পুলিশ ঘটনার পরেই একজনকে গ্রেফতার করে। সিবিআই এক থেকে দুই করতে পারেনি।"

রাজনৈতিক মহলের অবশ্য বক্তব্য, আরজি কর কান্ডে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল। সেই অবস্থা থেকে ফিরতেই নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে নামে তৃণমূল। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আরজি কর কান্ডে প্রথম থেকেই পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পয়সা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে। এখন গ্রাম ও শহর কোনও এলাকার মানুষ এখন কেউই রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে নেই। এমন শক্তি প্রদর্শনেও কোনও লাভ হবে না।" আরজি কর কান্ডের পর কোচবিহারে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। সেই মিছিলের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের ডাকা হয়েছে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে মেয়েদের মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তৃণমূলের আশংকা তৈরি হয়, সাধারণ মানুষের ওই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা চাঙ্গা হয়ে উঠছে। আর তাতেই পাল্টা পথে নামে রাজ্যের শাসক দল। এদিন গোটা জেলা থেকে কয়েক হাজার গাড়িতে কর্মী-সমর্থকদের কোচবিহার শহরের রাসমেলার মাঠে নিয়ে আসে তৃণমূল। সেখানে মঞ্চ বাঁধা হয়। মিছিলের পর সেই মঞ্চ থেকেই বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "আরজি কর কান্ড নিয়ে এখন বিরোধীরা শান্তি ও প্রতিবাদের কথা বলছে না। তাদের উদ্দেশ্য জোর করে ক্ষমতা দখল। ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। তার প্রতিবাদেই আমাদের মিছিল। আর জি কর কান্ডে অভিযুক্তদের আমরা ফাঁসি চাই।" প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব বাম আমলে কোচবিহারে নার্স ধর্ষণ ও খুনের মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করা হোক।" এছাড়াও তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, "আমরা ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত ফাঁসির দাবি করছি।" উপস্থিত ছিলেন পার্থপ্রতিম রায়, পরেশ অধিকারী। তৃণমূলের মিছিলে কার্যত শহর স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ রুখতে ফের ময়দানে নামবে পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একসময় প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল টানা অভিযান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা তো বটেই, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিজে এক বাজার থেকে আরেক বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শুরু হয়েছিল জরিমানাও। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। কেন অভিযান মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়ে অবশ্য নানা প্রশ্ন রয়েছে। তারই মধ্যে ফের প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নতুন করে ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। অভিযোগ, রয়েছে বর্তমানে প্রায় সব বাজারের রমরমিয়ে চলছে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। কেউ কোনও সচেতনতা বার্তা বা বিধিনিষেধকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই অভিযোগ। হাতে গোনা কিছু ক্রেতা-বিক্রেতা রয়েছেন যারা এখনও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করেন না। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, থার্মোকল মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে। এই দূষণের ফলে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন মানুষ। তা নিয়ে আমরা কয়েক দফায় সচেনতার বার্তা দিয়েছি। কিছু বিধিনিষেধও করা হয়। তারপরেও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার কমেনি। আবারও তা নিয়ে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে।"

শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডের মধ্যেই শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের একটি গ্রাম। ২৭ আগস্ট সোমবার বিকেলে ওই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে একদল জনতা। রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরেও বিক্ষোভ অবশ্য থামেনি। অভিযোগ, ওইদিন নয় বছরের এক শিশুকন্যাকে এক ব্যক্তি যৌন হেনস্থা করে। ওই শিশু কোনও ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঘটনাটি জানায়। এর পরেই বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে। আরজি করের ঘটনা নিয়ে এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন মানুষ। এর মধ্যে ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষ একাধিক জায়গায় ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সকালে ওই ঘটনার প্রতিবাদে একটি মিছিলে বের হয়। তা থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ আগে থেকে সেখান টহলে থাকায় পরিস্থিতি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির তিন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মিহির গোস্বামী এবং মালতী রাভা রায় ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ওইদিন গ্রামেই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। তাতে এবিভিপির নেতা দীপ্ত দে মাথায় চোট পান। তাঁকে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেন তারা। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানায়, অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। নিখিলরঞ্জন বলেন, "এমন ঘটনা আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রত্যেককে রাস্তায় নামতে হবে। পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুজোর আগে উন্নয়নের কাজে আরও গতি আনার কথা জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন। ২০ আগস্ট মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তার আগে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে একটি বৈঠকও করেন তিনি। সেখানে কোচবিহরের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা ছাড়াও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। উদয়ন জানান, পুজোর আগেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৪০০ কোটি টাকার কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে ১১০ কোটি রয়েছে কোচবিহারের জন্য। কোচবিহারের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, "ভোটে পরাজিত হয়ে বিরোধী কিছু দল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করতে আলাদা রাজ্যের কথা বলে বা কেউ দাবি করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের। উত্তরপূর্বের কোনও রাজ্যে এমন দাবি তো শোনা যায় না। সেখানে কি কোনও সমস্যা নেই?"

আলাদা রাজ্যের দাবি ঘিরে মাঝে মধ্যেই সরগরম হয়ে ওঠে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ। গ্রেটার কোচবিহারের মতো সংগঠন তো বটেই বিজেপির একাধিক সাংসদ-বিধায়কের মুখেও এমন দাবির কথা শোনা গিয়েছে। বিজেপির বড় অংশ অবশ্য মনে করে, অনুন্নয়নের জন্যেই উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্যের দাবি ওঠে। উদয়ন এদিন দাবি করেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চিন্তা ভাবনা করছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর থেকে গত ১২ বছরে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এ বছরও কোচবিহার জেলার জন্য ইতিমধ্যে ১১০ কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গেছে। চলতি বছরের মধ্যে ওই কাজ শেষ করা হবে। ওই কাজের মধ্যে রয়েছে রাস্তা, ছোট সেতু, কালভার্ট। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকায় একটি ক্লাব হাউস করে দেওয়া হচ্ছে। এবিএনশীল কলেজে আধুনিক অডিটোরিয়াম করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলা মিলিয়ে ৪০০ কোটি টাকার কাজ করা হবে। পুজোর আগেই সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। ওই প্রক্রিয়ার পরে নতুন করে আরো ৪০০ থেকে ৪৫০ কোটি টাকার কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আরও যেসব দফতর রয়েছে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। উদয়ন গুহ মঙ্গলবার কোচবিহার জেলাশাসকের অফিসে একাধিক দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, " উত্তরবঙ্গ নিয়ে অনেকেই আলাদা রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন উন্নয়ন ঠিকমতো হচ্ছে না।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "অনুন্নয়নের ছাপ চারদিকে। উত্তরবঙ্গের কি অবস্থা তা চোখে সবাই দেখছে। মুখেই শুধু উন্নয়নের কথা বলা হয়, কাজে নয়। উন্নয়ন হলে কোনও দাবিই উঠবে না।"

সীমান্ত পরিস্থিতি দেখতে কোচবিহারে বিএসএফের এডিজি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্ত খতিয়ে দেখতে এলেন ইস্টার্ন কমান্ডের এডিজি রবি গান্ধী। ১৬ অগষ্ট তিনি কোচবিহারে। চারদিন ধরে সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন তিনি। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও ভাবেই যাতে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান না না হয়, তা নিয়ে জওয়ানদের সতর্ক করেছেন তিনি। ১৭ অগষ্ট বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের সেক্টর হেডকোয়ার্টার কোচবিহারের গোপালপুরে বিএসএফ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের আইজি মারকান্ড দেউসকার। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, "বাংলাদেশ এখনপ পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। অনুপ্রবেশের একটি আশঙ্কা রয়েছে। সেদিকে মাথায় রেখেই এডিজি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। কোথায় কি খামতি রয়েছে বা কি করতে হবে সে বিষয়ে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন।" বাংলাদেশের সঙ্গে কোচবিহারের ৫০৯ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে। সেই সীমান্তের একটি অংশ কাঁটাতারহীন। যেখানে কিছুটা নদীপথ রয়েছে। সেই সব সীমান্ত পথে পাহারা দেওয়া বিএসএফের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। ওই সীমান্ত পথে চোরাকারবার থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশের মতো অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন ধরে সরকার বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেই সময়ের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। ওই সময়েই একের পর এক জেল ভেঙে অপরাধীরাও পালিয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। তার পরেও পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক তা নয়। বিশেষ করে জেল ভেঙে পালিয়ে যাওয়া দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের গন্ডগোলের জেরে বহু মানুষ ভারতে আসতে চেয়ে জলপাইগুড়ির বেরুবাড়ি এবং কোচবিহারের শীতলখুচি সীমান্তে ভিড় করেন। বিএসএফ ওই বাসিন্দাদের অনেক বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সবমিলিয়ে অনুপ্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে সীমান্তের পাহারায় অনেক বেশি জোর দিয়েছে বিএসএফ। সীমান্তে বিএসএফের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও নজরদারি কাজে লাগানো হয়েছে।

বনধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া, হল সংঘর্ষ-ভাঙচুর, গ্রেফতার ৭৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিজেপির ডাকা বারো ঘন্টার বনধে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। ২৮ আগস্ট বুধবার সকাল থেকেই সরকারি বাস চলেছে। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, সরকারি অফিস খোলা ছিল। অবশ্য অনেক স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। কোনও কোনও স্কুলে কার্যত কোনও ছাত্র-ছাত্রী হয়নি। বেসরকারি বাস কার্যত বন্ধ ছিল। কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। বনধ ঘিরে উত্তেজনাও ছড়িয়েছে। কোথাও দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার বাস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। দোকান খোলার জন্য ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। এদিন দোকান খোলা না রাখলে পরে আর দোকান খুলতে দেওয়া হবে না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে। বনধ সমর্থনকারীরা রাস্তায় নেমে জোর করে অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে। তার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দুটি বাস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, বনধের কোচবিহার জেলা থেকে ৭৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে ২৭ জন কোচবিহার কোতোয়ালি থানা এলাকার। এছাড়াও বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস ভাঙচুরের অভিযোগে আরও ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এদিন সকালে বিজেপির দুই বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে এবং মালতী রাভা রায় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাস টার্মিনাসের সামনে অবরোধ করে। সেখান থেকে পুলিশ নিখিলরঞ্জন দে এবং বিজেপির বেশ কয়েকজনকে কর্মীকে গ্রেফতার করে। এর পরেই নিগমের বাসস্ট্যান্ডের সামনে সুনীতি রোডে অবরোধ করে বিজেপি সমর্থকরা। সেখানে নেতৃত্ব দেন বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামী এবং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু। পুলিশ সেখান থেকেও বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করে। এর মধ্যেই ময়দানে

নেমে পড়ে শাসক দল তৃণমূল। অভিযোগ, দোকান খুলতে লাঠি হাতে বাজারে বাজারে গিয়ে হুমকি দিয়েছে তৃণমূল সমর্থকরা। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নিজে মিছিল নিয়ে গিয়ে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে দোকান খুলে দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের উপরে চাপ তৈরি করছেন বলে অভিযোগ। তৃণমূলের অবশ্য দাবি, বিজেপি বনধের নামে ভয় দেখিয়ে দোকানপাট বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধেই তারা পথে নেমেছে। বুধবার সকাল ৮ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙার সিতাই মোড় সংলগ্ন এলাকায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল বনধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। বাসের চালক জানান, মাথাভাঙা থেকে বাসটি বারবিশার দিকে যাচ্ছিল। সিতাই মোড়ের কাছে তিন যুবক বাসের সামনে এসে পাথর ছুঁড়ে গাড়ির কাচ ভেঙে দিয়ে পালিয়ে যায়। পুন্ডিবাড়িতেও একটি বাস ভাঙচুর করা হয়। এরই মধ্যে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মেখলিগঞ্জের জামালদহে। বেলা ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় তৃণমূলের ২ জন কর্মী জখম হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদিন দুইপক্ষই জামালদহ বাজারে মিছিল বের করে। মিছিল মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিজেপির দাবি, তাদেরও বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হয়েছেন।

তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের শালবাড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে রয়েছে। সেখানে বনধের প্রভাব পড়ে। এদিন সকালে তুফানগঞ্জ থানা মোড়ে অবরোধ করে বিজেপি। কোচবিহার থেকে সেখানে যান বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায়। সেখান থেকে পুলিশ মালতী রাভা সহ মোট নয় জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করে। তুফানগঞ্জ শহরে থাকা বিজেপি কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে। দুটি মোটর বাইক ভাঙচুর করা হয়। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়লে ঘটনাস্থলে যায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হটিয়ে দেয় তৃণমূল কর্মীদের। নাটাবাড়িতেও বিজেপির একটি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টার বনধে সাড়া পড়েনি দিনহাটায়। মাথাভাঙা ও শীতলকুচি এলাকায়লতেও তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। এদিন ওই এলাকায় সমস্ত দোকানপাট অফিস আদালত স্কুল কলেজ খোলা ছিল। মাথাভাঙা ময়নাতলী মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকান ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। জানা গেছে এদিন কিছু বাইক বাহিনী এসে দোকান ভাঙচুর করে চলে যায়। দোকান ভাঙচুর করেছে। মাথাভাঙা ২ ব্লকের কুশিয়ার বাড়ি এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ। ওঠে তৃণমূলের দিকে। দিন শেষে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "বিজেপির ডাকা বনধ পুরোপুরি প্রত্যাখান করেছেন মানুষ। আর পাঁচটা দিনের মতো জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। সে জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, "বনধ পুরোপুরি সফল হয়েছে। পুলিশ ও তৃণমূল মিলে বনধ ব্যর্থ করার সমস্ত রকম প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য মানুষকে ধন্যবাদ জানাই।"

বনধ-অবরোধে দুর্ভোগ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে বনধ ও অবরোধকে ঘিরে দিনভর কোচবিহারে দুর্ভোগে পড়লেন মানুষ। ১৬ আগস্ট শুক্রবার রাজ্য জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এসইউসিআই। বিজেপি নেতৃত্ব এদিন দুপুর ২ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত অবরোধের ডাক দেয়। বনধের মিশ্র প্রভাব দেখা যায় কোচবিহারে। ওইদিন সকাল থেকেই দুই জেলায় সরকারি বাস চলেছে। অফিস-আদালত, স্কুল খোলা ছিল। বেসরকারি বাস রাস্তায় সেভাবে দেখা যায়নি। দোকানপাট কিছু জায়গায় খোলা ছিল, কিছু জায়গায় বন্ধ দেখা যায়। কোচবিহারে এদিন সকাল থেকে আন্দোলনে নামে এসইউসিআই। সুনীতি রোডে মিছিল বের করে গাড়ি চলাচলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সঙ্গে সাগরদিঘি পাড়ে একাধিক সরকারি অফিসের সামনেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বনধ সমর্থনকারীরা। দফায় দফায় কোচবিহারে মিছিল বের হয়। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামে। দফায় দফায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। দিনহাটায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রোড এলাকায় দলীয় কার্যালয় থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বের হয়। পুলিশবাহিনী বনধ সমর্থকদের আটকে দেয়। পুলিশের সাথে ধর্মঘট সমর্থক এসউসিআই কর্মীদের রাস্তাতেই ধস্তাধস্তি হয়। তুফানগঞ্জে অবশ্য বনধের তেমন প্রভাব পড়েনি। এদিন বনধের সমর্থনে এসইউসিআই কর্মীরা পথে নামলে তুফানগঞ্জ মোড় এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। যদিও আহতের কোনও খবর নেই। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, অশান্তি তৈরির চেষ্টার অভিযোগে ১১৫ জন বনধ সমর্থনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এসইউসিআই নেতা নেপাল মিত্র বলেন, "সাধারণ মানুষ বনধকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। পুলিশ জোরজুলুম করে বনধ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।"

বনধে নিগমের লাভের আশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এসইউসিআইয়ের ডাকা বনধে লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার সন্ধ্যে ৬ টার পরে এমনটাই আশা করছে নিগম। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতে ধর্মঘটের দিন ক্ষতির মুখ দেখতে হত নিগমের। কারণ, ধর্মঘটের দিন বাস ভাঙচুরের একাধিক ঘটনা সামনে আসত। তাতে সবমিলিয়ে শেষ অঙ্কে লোকসানের মুখেই পড়তে হত নিগমকে। এবারে অবশ্য বাস ভাঙচুরের কোনও অভিযোগ নেই। উল্টে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নিগমের বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। নিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিন সাধারণ দিনের তুলনায় পঁচিশটি বাস বেশি চলেছে। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "সাধারণত প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো টিকিট বিক্রি হয়। এদিন তা পেরিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরো হিসেব হওয়ার পর সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।"

আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে রাস্তায় নামা মহিলাদের উপরে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ তুললেন একদল মহিলা। ২৮ আগস্ট বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটায়। ওই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। আরও অভিযোগ, শুধু তৃণমূল নয়, পুলিশও আন্দোলনকারীদের সেখান থেকে সরে যেতে বলে।

পুলিশের এক আধিকারিক আন্দোলনকারীদের সিজিও কমপ্লেক্সে গিয়ে আন্দোলনের পরামর্শ দেয়। অবশেষে মহিলারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। আন্দোলনকারীরা জানান, আরজি করে ডিউটিরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজ আন্দোলন করছে। সে মতো দিনহাটাতেও বিচারের দাবি চেয়ে রাজনৈতিক দল-মতের বাইরে গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। সে মতো ২৮ আগস্ট দিনহাটায় একেবারে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশে মহিলারা জড়ো হন। জমায়েত শুরু হতেই শাসক দলের কর্মীরা লাঠিসোটা জমায়েত শুরু করে। হুমকি দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করলে মহিলাদের 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দেওয়া হয়। এই প্রথমবার নয়। আরজি কর নিয়ে দিনহাটার মহিলারা যতবার পথে নামতে চেয়েছে ততবারই বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গত ১৪ আগস্ট রাতে মহিলাদের জমায়েতের জায়গায় রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে দিনহাটায় নারীরা ও ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করতে গেলে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী বিশৃঙ্খলা তৈরি করে বলে অভিযোগ। এক প্রতিবাদীকে মারধোর করার অভিযোগও ওঠে। সিপিএমের যুব সংগঠনের নেতা শুভ্রালোক দাস বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণকে এই বার্তা দিতে চাই যে এই মুহূর্তে দিনহাটা শহরে নিজেদের ন্যূনতম মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। নারীদের অধিকার রক্ষার ন্যূনতম দাবি জানানোর অবস্থা নেই। অরাজকতা, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, বাক-স্বাধীনতার দাবিতে ও দিনহাটার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে দিকে দিকে সোচ্চার হোন।" তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তৃণমূল নেতা বিশু ধর বলেন, "অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

মহিলাদের নিরাপত্তায় রাজগঞ্জে টহলে 'বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী'

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: নারী সুরক্ষায় আরও জোর দিতে তৈরি হয়েছে 'বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী'। বৃহস্পতিবার সকালে রাজগঞ্জের ভুটকির হাট এলাকায় এই বাহিনীকে টহল দিতে দেখা গেল। রাজগঞ্জ থানার ৭ মহিলা পুলিশের সদস্যের বাহিনী করা হয়েছে। মমতা তামাং এই বাহিনীর প্রধান। এই মহিলা পুলিশ বাহিনী নারী ও শিশু সুরক্ষায় কাজ করবে। জানা গিয়েছে, দিনে ও রাতে এই স্পেশাল বাহিনী নিয়মিত টহলদারি চালাবে। এছাড়াও হেল্পলাইন নম্বর ১১২ চালু করা হয়েছে। এই নম্বরেও অভিযোগ জানানো যাবে। হেল্পলাইন নম্বরে অভিযোগ পেলেই মহিলা পুলিশবাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারী সুরক্ষায় আরও জোর দিতে এই বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে টহলদারি চালাবে এই বাহিনী পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মহিলারা।

Vol: 28, Issue: 17, 23 August - 5 September, 2024 পূর্বোত্তর ৩

কোচবিহারে মদনমোহন মন্দিরে দধিকাদা খেলা।

খেলাতেও কোচবিহারে আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হলেন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চিরকালের। কিন্তু এই বিষয়ে সবাই একমত। ১৮ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের সাগরদিঘি পাড় থেকে দিনহাটার সংহতি ময়দানে মিছিল, যৌথ প্রতিবাদী মানব বন্ধনের মাধ্যমে প্রতিবাদে সামিল হন দুই ক্লাবের সমর্থকরা। যাদের মুখে বারে বারে উঠে এসেছে আরজি কর। আরজি কর কান্ডের ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিয়েছেন তারা মিছিল থেকে। সকলেই বলেন, "এভাবে ডার্বি ম্যাচ বাতিল করে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে সরকার। তার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ।" সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কোচবিহার সাগর দিঘি পাড় থেকে মিছিল বের হয়। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের পতাকা হাতে, প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল শুরু হয়। সেই মিছিলে ছিলেন আকাশজিৎ রায়। তিনি বলেন, "আমরা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সব দলের সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছে। এভাবে স্বৈরতান্ত্রিক পরিচয় দিয়ে ডার্বি ম্যাচ বাতিল করা যায় না। আমরা ওই খেলার অপেক্ষায় ছিলাম। আরজি করে কোনও নিরাপত্তা নেই, অথচ ডার্বি ম্যাচে পুলিশ-পুলিশে ছয়লাপ করা হয়েছে।" দিনহাটায় সংহতি ময়দানে প্রতিবাদী মানব বন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সদস্য শুভ্রালোক দাস। তিনি বলেন, "খেলা সৌভাতৃত্ব বন্ধনকে আরও অটুট করে। তা বন্ধ করে দিয়ে অসহিষ্ণুতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। যারা আরজি করকে রক্ষা করতে পাচ্ছে না তারা কি করে যুবভারতীর গেট রক্ষা করবে? ডার্বি অবিলম্বে হোক এটাই আমরা চাই।"

ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: ভাঙ্গনে মানচিত্র বদলাচ্ছে চলেছে মালদার। গঙ্গা ভাঙ্গন জাতীয় সমস্যা হলেও হাত গুটিয়ে রয়েছে কেন্দ্র সরকার। নীরব ভূমিকায় ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। এমনই অভিযোগ তুলে অবশেষে ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলো মালদা জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। অবিলম্বে মালদার ভাঙ্গন কবলিত কেন্দ্র বৈষ্ণবনগর থেকে মানিকচক ব্লক পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার গঙ্গার পার স্থায়ীভাবে কাজ না করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করে রাখবেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা। গঙ্গা ভাঙ্গনের স্থায়ী প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার দুপুর থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ অফিসের ১০০ মিটার দূরেই মঞ্চ করে শুরু হয় মালদা জেলা তৃণমূলের বিক্ষোভ অবস্থান। এই দিনের এই কর্মসূচিতে মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ এবং ফারাক্কার বিধানসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল দলের বিধায়ক উপস্থিত হয়েছিলেন।

এবারে আরজিকর কান্ডে শাস্তি চেয়ে আন্দোলন অব্যাহত কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্লোগান-কবিতা-গানে-ছবিতে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে কোচবিহারে। প্রায় প্রতিদিন কোচবিহারে কোনও না কোনও সামাজিক সংগঠন, ছাত্রছাত্রীরা, অভিভাবকরা আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। দিন কয়েক আগে দিনভর ছাত্রছাত্রীদের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হয়ে থাকল শহর কোচবিহার। ওইদিন দুপুরে কোচবিহার পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে জড়ো হন একটি আইন কলেজের ছাত্রছাত্রীর। তাঁরা সেখান থেকে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। বিকেলের দিকে পর পর দুটি মিছিল বের হয় কোচবিহারে। কোচবিহার জেনকিন্স হাইস্কুলের সামনে থেকে মিছিল বের করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন। আরেকটি মিছিল বের হয় নিউটাউন থেকে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ওই মিছিলে হেঁটেছেন। প্রায় প্রত্যেকের মুখে ছিল একই কথা। অনেকেই বলেন, "আমরা চাই দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক। সেই সঙ্গে চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আগামীদিনে এমন ঘটনার সাহস আর কেউ করে উঠতে না পারে।"

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে গোটা রাজ্য তোলপাড় হতে শুরু করে। যা থেকে বাদ যায়নি কোচবিহার। ১৪ অগষ্ট মধ্য রাতে কোচবিহারের সাগরদিঘি পাড়ে হাজার হাজার মহিলার জমায়েত হয়। অংশ নেন অনেক পুরুষরাও। সেই মধ্যরাতে মহিলাদের কারও হাতে প্ল্যাকার্ড, কারও হাতে, মশাল, কারও হাতে মোমবাতি ছিল। এমন মিছিল আগে কখনও দেখেনি কোচবিহার। শুধু কোচবিহার জেলা শহরে নয়, মহকুমা শহরগুলিতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ে। কোনও পতাকা ছাড়া, কোনও রাজনৈতিক দলের ডাক ছাড়া কি করে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হল সেই চর্চা এখনও চলছে। তারই মধ্যে আবার ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের সামনে মিছিলে অংশ নেওয়া এক ছাত্রী বলেন, "কেন একজন মহিলা চিকিৎসককে এভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হল? খুনিরা কোথায়? তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে চরমতম শাস্তি দিতে হবে। আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে হবে।" ছবি এঁকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্ত। তিনি বলেন, "এমন ঘটনার প্রতিবাদ সর্বস্তরে হওয়া উচিত। যতক্ষন না অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছে আন্দোলন চলবে।"

মহিলাদের নিরাপত্তায় এবারে শুরু হবে 'রাতের সাথী'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। ১৯ আগস্ট রবিবার রাজ্য সরকারের তরফে 'রাতের সাথী' নামে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়। যেখানে মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেয়েদের হস্টেল, বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয়নি। যেখানো উল্লেখ রয়েছে, মহিলাদের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে। যেখানে শৌচাগারের ব্যবস্থাও থাকবে। রাতের সাথী' হিসেবে থাকবেন মহিলা ভলান্টিয়ার রাখতে হবে। শুধু পুরুষ নয়, মহিলা নিরাপত্তারক্ষীও নিয়োগ করতে হবে। মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে 'সেফ জোন' তৈরি করতে বসাতে হবে পর্যাপ্ত ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন। তা যথাযতভাবে মনিটরিং করতে হবে। একটি বিশেষ মোবাইল ফোন 'অ্যাপ' রাখতে হবে প্রত্যেক মহিলা কর্মীর ফোনে। যেখানে এলার্ম ডিভাইস থাকবে। যার সঙ্গে যোগ থাকবে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের। জরুরি সময়ের জন্য হেল্পলাইন থাকবে। প্রত্যেক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হতে হবে। মদ্যপ অবস্থায় যাতে কেউ ভেতরে ঢুকতে না পারে সে জন্য 'ব্রেথলাইজার টেস্ট' করতে হবে। প্রত্যেক জায়গায় বিশাখা কমিটি তৈরি করতে হবে। রাতে পুলিশ পেট্রোলিংয়ের ব্যবস্থা। সমস্ত ফ্লোরে পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা। পরিচয়পত্র ব্যবহার করা। বারো ঘন্টা কাজের সময় রাখতে হবে। সম্ভব হলে রাতের ডিউটি থেকে মেয়েদের অব্যাহতি দিতে হবে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ জানান, কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ২০ টি রেস্ট রুম তৈরি হবে। তার মধ্যে দশটি মহিলা চিকিৎসকদের জন্য। আরও ১৮০ টি সিসিটিভি বসবে। মনিটরিং পদ্ধতি উন্নতি করা হবে। এছাড়া এলার্মের ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, "সরকারের তরফে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তা অনেকটাই কার্যকর হবে বলে মনে করছি। তাতে মহিলাদের নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়বে। আমরাও ওই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আগে থেকেই পদক্ষেপ নিতে শুরু করি।" মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালগুলিতে মেয়েদের আলাদা বিশ্রামকক্ষ নেই, মহিলা নিরাপত্তারক্ষী নেই বললেই চলে। ওই নির্দেশিকায় সেই সমস্যা অনেকটাই কমবে। সেই সঙ্গে ব্রেথলাইজার টেস্টে মদ্যপদের দৌরাত্ম্যে অনেকটাই কমবে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি। এদিন বনধের বিরোধিতায় তৃণমূল মিছিল করে ফালাকাটায়। মিছিল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতেই বিজেপি এবং তৃণমূলের মধ্যে বাঁধে খন্ড যুদ্ধ, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় ফালাকাটার পুলিশ, এরপর পুলিশ এবং বিজেপির সাথে খন্ড যুদ্ধ শুরু হয়। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা তারা লাঠি হাতে নিয়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের দিকে তেড়ে আসে। পুলিশ এখানে বিজেপিকেই ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে তৃণমূলকে কিছুই করছে না। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সাধারণ সম্পাদক রাজু মিশ্র বলেন, বন্ধের বিরোধিতা করে তৃণমূলের মিছিল যাবার সময় বিজেপি পক্ষ থেকে তাদের উপর হামলা চালায়। আলিপুরদুয়ারে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে মারপিট। চললো কিল, ঘুষি। বুধবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বাংলা বনধে আলিপুরদুয়ারে বিভিন্ন স্থানে চলে মিছিল এবং পাল্টা মিছিল। এদিনের বিজেপির এই বনধকে ব্যর্থ করতে পথে নামে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় অফিস থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের চৌপথি এলাকায় গিয়ে বিজেপির জেলা কোষাধ্যক্ষ পরিতোষ দাসকে ঘিরে মারপিট শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। চলে কিল, ঘুষি। এরপর বিজেপির কর্মীরা দ্রুত জেলা বিজেপির কোষাধ্যক্ষকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বন্ধ সমর্থক ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে মারামারি। আলিপুরদুয়ার জংশনের একটি পেট্রোল পাম্পে বন্ধ সমর্থকরা পেট্রোল পাম্পটি বন্ধ করতে এলে সেখানেই প্রথমে বন্ধ সমর্থকদের সাথে বচসা বাধে তৃণমূল কর্মীদের সাথে।

সম্পাদকীয়

জেগে ওঠে চেতনা

একটি ঘটনা, আর চেতনা ফিরে পেতে চলা মানুষ। ঘটনাক্রম অনেকটা এভাবেই বর্ণনা করা যায়। দিকে দিকে যখন অত্যাচার নেমে আসে, প্রকাশ্যে গুলি চলে, খুন করা হয় মানুষকে, অন্যায়ের সীমা বাড়তে শুরু করে, তারপরেও কারও যেন কোনও চেতনা নেই। যুগ যুগ ধরে এই চিত্রই সর্বত্র ফুটে উঠেছে। এক বা দু'জন প্রতিবাদের কন্ঠ বাড়িয়ে দিল তাদের ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এবারে কিন্তু মানুষ জাগতে শুরু করেছে। কোনও দল ছাড়া, কোনও পতাকা ছাড়া রাতের অন্ধকারকে ভেদ করে লক্ষ লক্ষ মানুষের পথে নেমে পড়া, এক অভুতপূর্ব দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। যে মানুষদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। এই নারীদের উপরেই তো যুগ যুগ ধরে অত্যাচার চলছে। সে কথা কারও অজানা নয়। আজ এই সময়েও মেয়েরা নিরাপদ নয়। আরজিকর হাসপাতালের একটি ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এক মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করা হল। কারা এই অপরাধী? কাদের এই দুঃসাহস? এই সমস্ত অপরাধীদের কি বেঁচে থাকার অধিকার আছে? একবাক্যে উত্তর হবে, হ্যাঁ। তাহলে তারপরেও এরা পার পেয়ে যায় কি করে? এদের বাঁচাতে তৎপর কারা? পুলিশ-সিবিআই তদন্ত করবে। জেগে উঠতে হবে এই সমাজকেও। ঘুনে ধরা এই সমাজকে রোগমুক্তি করতে হবে। মধ্যরাতে যখন আমাদের শহর কোচবিহার সমস্ত অন্ধকার দূর করে ওই মেয়েটির সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিচার চাইতে পথে নামে, তখন লক্ষ তারা জেগে ওঠে। মনে হয়, এবারে আমরা জাগতে শুরু করেছি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

একটি নগর পরিকল্পনা, কবিতার ঘর কিংবা ঘোর ...নীলাদ্রি দেব

কবি, সম্পাদক বিপুল আচার্য। বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, সম্পাদনা গ্রন্থ, সম্পাদিত পত্রিকা এবং উপন্যাস তাঁর কলমে আমরা পেয়েছি। চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ মৃত্তিকা নগরী আমার সাম্প্রতিক পাঠ। তিন ফর্মা আয়তনের এই দু'মলাটে আছে ৩৫ টি কবিতা। কবিতা গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন মাকে। শব্দচাষ কবিতায় কবি বলছেন বৃক্ষের ছায়া ছোট হয়ে আসছে। শব্দচাষে ধরা থাকছে সময়। ল্যাম্পপোস্ট ধরে, কবিতায় এক অংশে বলছেন মনখারাপের পর স্নান সেরে নিই, আরেক অংশে বলছেন মনখারাপের পর রৌদ্র উঠবে। সময় ও সময় উত্তীর্ণের কথা। যাত্রাপথ কবিতা উঠে এসেছে, 'ইদানীং যেন শ্মশান যাত্রা যাপন'। কবিতার শেষ স্তবকে বলছেন, 'এই যাত্রাপথ সমর্পিত-জীবনের কাছে'। ফড়িং-জন্ম কবিতায় স্পষ্ট উচ্চারণ শোনা যায়, 'আগুন জ্বালিয়ে রাখি পরবর্তী কৃতকর্মের অহংকার পোড়াবো বলে'। বাবার প্রসঙ্গে এসেছে 'আমি বুঝিনা' কবিতায়। লিখছেন, 'অথচ এই মৃত্তিকানগরীতে আমি বুঝিনি তার স্বপ্ন। আমি বুঝিনি বাবার স্বপ্ন।' একটা মৃত্যু চেতনা গোল গোল ঘুরতে থাকে। দেশ কবিতায় বলেন, এরপর আত্মদহন এরপর চিতায় যাপন/এক অমাবস্যায় স্নান সেরে নেয় অনন্ত জীবন। গল্প কবিতার একাংশ বলেছেন, এই চরাচর কী পরিমাণ অচেনা হয়ে থাকে/ শোক কিংবা না ঘুমের জ্বরে! অনন্ত পথ হাঁটি। এই কবিতায় কবি বলছেন, তবুও জানিনা একটা বৃক্ষের কি প্রয়োজন!// আমি তার কাছে যাই, নতজানু হই,/ অন্তরাত্মায় জমে থাকা সমস্ত বিষ ঢেলে দিই। স্বতন্ত্র এক কবিতার ভাষা নির্মাণ করেছেন কবি। তাঁর ভাষাপথ জুড়ে ঘোর খেলা করে। আমরা সামান্য পাঠক, সেই ঘোরের স্রোত অনুভব করি। খেলা কবিতায় অন্য এক খেলার আভাস। কবি বলছেন, কথা শেষ হবার আগেই কথাকেই ছিঁড়ে খায় সন্ত্রাস, এক অনর্থের মতিগতি। কবির বোধ, ভাষা সবটাই আকার থেকে নিরাকারের দিকে স্পর্শক টানে। মৃত্যু কবিতায় তিনি বলেন, কবিতার হত্যাকারীরা কাঁদে না ইদানীং/ তাদের গা ছমছম ভাষা জানা নেই। স্থূল বস্তুকে সূক্ষ্মতরের রূপ দেয় তাঁর কলম। শীতলপাটি কবিতায় বলেন, শীতলপাটি বুঝে যায় পর্যটকের কষ্ট সুখ আর ঈশ্বরীয় গোপন ভাষা। চিন্তার গভীরতর স্তর স্পর্শ করে তাঁর কবিতা। কথকতা কবিতায় উঠে আসে, শত্রুর গভীরতা বোঝেনি যে বিবেক/ তার কোনও মৃত্যুমোহ নেই/ তার অপেক্ষায় থাকে না বৃন্তবোধ। বিশেষ স্পর্শ করে শুদ্ধাচার কবিতাটি। এক অংশে বলছেন, ঈশ্বর তখন শক্তি হারিয়ে বিশ্বায়নের কীর্তন ভুলে গেলে পাখিরাই গাইবে শুদ্ধাচার গান। প্রেমের কবিতা কী? সব কবিতার ভেতর যে ফল্গু প্রেম, তার কথা যেমন আছে নির্মাণ কবিতায়। কবি বলছেন, তুমি যে আসলে আমার হাজার প্রশ্নের বিশ্বস্ত নির্মাণ। স্বপ্ন ও শ্রম থেকে কত দূরে চলে যাচ্ছি আমরা। কবি কোথাও স্বপ্নচারীও। আর সাধনাই তো অনন্ত শ্রম। কথামালা কবিতায় তিনি বলছেন, রমণীয় বেঁচে থাকার মতো গর্ভগুহায়/ আলগাছে জারি থাক ভবঘুরে মানুষটার স্বপ্ন গড়া। কবিতায় মিশে যায় ইতিহাস, মিথ, পুরাণ। গোল ফ্রেমের কবিতাও স্পষ্ট নজরে আসে। শোক বিষয়ক কবিতাটি যেমন। শুরু হচ্ছে, একশো আটটা শোক বিষয়ক শিল্প আঁকি। শেষটায় বলছেন, ক্রমেই একশো আটটা শোক বিষয়ক শিল্প আঁকা হতে থাকে। আর স্পর্শ করে বিবর্ণ স্পর্শগুলো। ত্রিশটি একক কবিতা গেঁথে একটি মালার মতো। এর চার শীর্ষক কবিতাটি সম্পূর্ণ রাখছি। ৪.এই যে তিনি অসীম যিনি তাঁর সাজানো নিভৃত বাগান জুড়ে মোহময়ী মৃত্যুও সুদর্শন আসলে যিনি জীবনের কাছে ঋণী সেখানেই আমার নির্বাসন। কবি বিপুল আচার্য এভাবেই সাজিয়েছেন মৃত্তিকা নগরীকে। যার প্রচ্ছদও গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। বইটি পাঠক প্রিয় হোক। এই সামান্য পাঠ প্রতিক্রিয়া আসলে অক্ষরের প্রতি শ্রদ্ধা। কবির জন্য অনন্ত শুভেচ্ছা। মৃত্তিকা নগরী বিপুল আচার্য অক্ষর বিন্যাস প্রচ্ছদ বর্ণময় বাড়ে।

ইলেকট্রিক শক লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: পাইপ লাইনের ইলেকট্রিক শক লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। কাজ করার সময় ইলেকট্রিক শক লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেই পেটের টানে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দিতে হয়েছিল বছর বাইশের যুবক রাজকুমার সরকারকে। দুর্গা পুজোয় বাড়ি আসার কথা ছিল। কিন্তু ফিরবে নিথর মৃতদেহ। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদ পুর অঞ্চলের সৈদপুরের তরতাজা যুবক রাজকুমার সরকার বিগত তিন মাস আগে ভিন রাজ্যে কর্নাটকে পাইপ লাইনের কাজে গিয়েছিল। তার উপার্জন করা টাকা থেকেই চলতো অভাবি সংসার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার দুপুর ৩ টা নাগাদ কর্মরত অবস্থায় ইলেকট্রিক শক লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা যায়। তার সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সহ কর্মীরা ফোন মারফত পরিবারে মৃত্যুর খবর জানায়। মৃত্যুর খবর চাউর হতেই পরিবারসহ এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। রাজকুমার সরকারের পরিবার রয়েছে বৃদ্ধ বাবা আগে শ্রমিকের কাজ করলেও বয়সের ভারে এখন তেমন কাজ করতে পারেন না, মা গৃহিণী। এক ভাই ও বোন নিয়ে পরিবার চলতো পরিযায়ী শ্রমিক রাজু সরকারের উপার্জনে। এখন অথৈ জলে গোটা পরিবার। পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। মৃত পরিযায়ী শ্রমিক রাজকুমার সরকারের বোন সুজিতা সরকার বলেন দাদা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর থেকেই সংসারে বোঝা টানার জন্য ভিন রাজ্যে কাজে যেতেন। গতকাল পাইপলাইনে কর্মরত অবস্থায় ইলেকট্রিক শক লেগে মারা গেছেন। এখন আমাদের পরিবার কিভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। যে কোম্পানি কাজে নিয়ে গেছিল তারা ও রাজ্য সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ালে সুবিধে হবে। স্থানীয় বাসিন্দা অরুন মন্ডল বলেন, বাড়ির বড় ছেলে ছিল রাজকুমার। সে খেটে সংসার চালাতো। তার এইভাবে চলে যাওয়ায় পরিবারের আর্থিক অবস্থা অচল হয়ে পড়ল। সরকার পরিবারের পাশে দাঁড়ালে বেশ সুবিধে হতো।

খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: জেলাশাসক ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন খাদ্য দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা। শুক্রবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক জুয়েল মুর্মু সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক বলেন, বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় প্রশাসনিক ভবনে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আরো কি উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে। বর্তমানে খাদ্যশস্য মজুদ রাখার জন্য মালদা জেলায় রয়েছে ২২ টি গোডাউন। নতুন করে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখার জন্য সামসি এলাকায় নতুন গোডাউন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। এর পাশাপাশি ভুয়ো রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা।

কোচবিহারে জাতীয় ক্রীড়া দিবসে পুরস্কৃত সাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃহস্পতিবার কোচবিহার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদযাপন হল জাতীয় ক্রীড়া দিবস। এদিন জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে পালন করলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা। বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শুরু হয় এই অনুষ্ঠান যেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি রবীন্দ্র নাথ ঘোষ সহ বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ব্যক্তিরা। জানা যায় এদিন এখানে ৭ জন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সম্মাদনা প্রদান করা হয়।

Vol: 28, Issue: 17, 23 August - 5 September, 2024 পূর্বোত্তর

অরুণেশ ঘোষকে নিয়ে লিখেছেন অধ্যাপক রঞ্জন রায়

* স্মরণে-মননে কবি অরুণেশ ঘোষ --- কবিদের মৃত্যু হয় না কখনও। আজ তাঁর চলে যাবার ১৩ বছর। ২০১১ সালের আজকের দিনেই তাঁর কায়িক মৃত্যু হয়। মানুষ অরুণেশ ঘোষ, শিক্ষক অরুণেশ ঘোষ এবং কবি অরুণেশ ঘোষের সান্নিধ্য ব্যক্তিগতভাবে দীর্ঘকাল পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৯৬ সালে প্রথম অরুণেশ ঘোষের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সেমিনার পেপার দিয়েছিলাম। সেই থেকে আমার চেতনা জুড়ে অরুণেশ ঘোষ। দীর্ঘ ২৮ বছর অরুণেশ চর্চা করছি।

*** মানুষ অরুণেশ:** বাড়িতে গেলেই স্ত্রী মিনতি অর্থাৎ মিনতি কাকিমাকে ডেকে বলতেন, 'কীগো কই গ্যালা। রঞ্জন আইছে। অরে চা-টা কিছু দ্যাও।' পড়ন্ত বিকেলে ঢোলা পাজামা-পাঞ্জাবী, শীতের দিন হলে কাঁধে একটা সস্তার শাল জড়িয়ে, হাতে থলে নিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। কোনোদিন বাজারে কোনো কিছুরই দরদাম করতেন না।

*** শিক্ষক অরুণেশ:** সারাজীবন হাওয়ারগাড়ি গ্রামের একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সরাসরি আমার শিক্ষক না হলেও তাঁর কাছে প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে যাবার সূত্রে জীবন ও সাহিত্যের পাঠ নেবার সুযোগ হয়েছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'কই বইসা লিখছস সেইডা বড় কথা নয়, কী লিখছস সেইডা বড় কথা।'

*** কবি অরুণেশ:** তাঁকে কেবল হাংরিবলে দে'গে দেওয়া হয়। কলকাতার তথাকথিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে অরুণেশ ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য ফুটে উঠেছিল তাঁর 'অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা '(২০১২) বইয়ের সূচনাতেই লিখেছেন, 'কলকাতা সবকিছুকে একটা মাঝারি অবস্থায় আনতে চায়, শিল্পীকে, কবিকে, একজন বেহালাবাদককে এমনকি একজন লম্পটকেও, এই শহর গণিকাদের নয়, গণিকা উন্মাদ ভিখিরিদের নয়। এই শহর ছোট মানুষদের -- যাদের পোষাকি নাম মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত। কলকাতা এখন আর কোন শহরের নাম মাত্র নয়, সে একটা প্রতীক, যে কোন স্পিরিট, কোন উন্মাদনা, কোন জীবন্ত মানুষের আত্মপ্রকাশকে সহ্য করতে পারে না। জীবনানন্দ কলকাতার কবি নয়,... রবীন্দ্রনাথও কলকাতার কবি নয়।' কবি অরুণেশের জন্ম ও জন্মস্থান নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। এবিষয়ে 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকায় 'নগ্ন পরিবার' উপন্যাসের সূচনায় নিজের পরিচয় দিতে কবি লিখেছিলেন,

*** জন্ম:** 'বাংলা ১৩৪৮ এর ১৩ই পৌষ (১৯৪১)। প্রাইমারির মাস্টারমশাই তাঁর খুশিমতন জন্ম তারিখ ১৯ জানুয়ারি, ১৯৪৪ করে দেয়।'

*** জন্মস্থান:** কোচবিহার সদর থেকে অনেকটা দূরে হাওয়ারগাড়ি নামে এক ঘোরতর গ্রামে। জঙ্গল আর জলাভূমি বেষ্টিত সেই গ্রামেই আমার শৈশব ও কৈশোর কাটে। সাহিত্যের প্রেরণা পেয়েছেন গর্ভধারিণী শান্তিসুধা ঘোষের কাছ থেকে। লেখালেখির সূচনা ৭ বছর বয়স থেকেই। লেখালেখির মাধ্যমে ঘুণধরা সমাজকে পাল্টাতে চেয়ে প্রথমে পারিবারিক ডানপন্থী রাজনীতির পরিমন্ডল ছেড়ে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে ঝুঁকে ছিলেন। পরে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। এবং 'পশুরাও অন্তর্লিন হাসে' (২০০৭) কাব্যে তৎকালীন সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পটভূমিকায় কবি সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গের শাসককে সরাসরি অভিযুক্ত করতে পিছুপা হন নি। তিনি লিখেছিলেন, 'ক্ষুধা পেলে

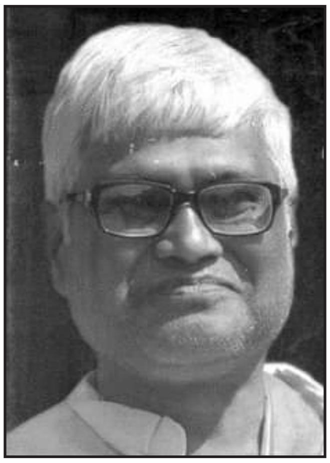

খাই শুধু, প্রেম করি প্রকৃতি নির্দেশে মানুষকে ঘেন্না করি, যারা কথায় কথায়, পশুতুল্য বলে! আমরা করি না নন্দীগ্রাম আমাদের মধ্যে নেই কোনও শেঠ, বুদ্ধ বা বিমান।' ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে কবি বিয়ে করেন। ঐ বছরই প্রথম কলকাতায় যান, অক্টোবর মাসে। কাউকে না জানিয়ে। শেয়ালদা স্টেশনে নেমে দেখেন, পকেটে ১ টাকা বারো আনা অবশিষ্ট আছে। ঠিকানা খুঁজে কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের বাড়িতে উঠেছেন। পরেরবার কলকাতায় গিয়ে দেখা ও বন্ধুত্ব হয়েছিল হাংরি জেনারেশনের শৈলেশ্বর ঘোষ, ফাল্গুনী রায়, সুভাষ ঘোষ ও বাসুদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে। ১৯৮১ সালে কবির ৩৯ বছর বয়সে প্রথম কবিতার বই 'শব ও সন্ন্যাসী' বের হয়েছিল প্রধানত শৈলেশ্বর ঘোষের উদ্যোগে এবং কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের চেষ্টায়, বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। 'শব ও সন্ন্যাসী' বের হবার পর থেকে অরুণেশকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। গুহা মানুষের গান, সহজ সন্তান যারা, দীর্ঘ নীরবতা, বিপথিক, জা আর্তুর র‍্যাবো'র অনুবাদে 'মাতাল তরণী', কাল কবীরের দোঁহা, পরবর্তী সময়ে দোঁহা সমগ্র, কবিতা সংগ্রহ (১), পশুরাও অন্তর্লিন হাসে এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেইসঙ্গে এখনো পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রয়েছে 'কালো শোকগাথা', 'পোড়া পাণ্ডুলিপি', 'কামের কবিতা' সহ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে অসংখ্য কবিতা।

জীবৎদশায় একটি উপন্যাসের প্রকাশ দেখে যেতে পেরেছেন কবি। 'সন্তদের রাত'। উপন্যাসটি লিখেছিলেন মাথাভাঙ্গার কবি অনুভব সরকারের বাড়িতে বসে একটা ঘোরের মধ্যে। সেটি অনুভব সরকার সম্পাদিত 'টারমিনাস' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। বই আকারে বেরোবার সময় অনেকটাই সংস্কার করেছিলেন। এই বই বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে অনেকাংশে সাবালক করে তুলেছে। এরপরে 'একালের রক্তকরবী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'নগ্ন পরিবার' উপন্যাসটি। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রয়েছে 'গর্ভবতী রাত্রি', 'ভিতরের মানুষ', 'সাধু একনাথ' , 'কমরেড কেরুর কাছে কেউ আসে নি', 'দল অথবা যাত্রার শেষপর্যন্ত মৃত্যু' 'উত্তর মুগ্ধবোধ' উপাখ্যান ছোটগল্পের আকারে বেরিয়েছে। ছোটগল্প -১ম এবং ২য় খন্ডে বের হয়েছে যথাক্রমে ১৭ টি এবং ১৬ টি গল্প নিয়ে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় বের হওয়া এবং পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে প্রায় শতাধিক গল্প।

নাটক: বর্বরের তীর্থযাত্রা -- ছাড়া আর কোন নাটক বই আকারে বের হয়নি। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এবং পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে নাটকের সংখ্যা প্রায় ২৫ এর কাছাকাছি।

প্রবন্ধ গ্রন্থ: জীবনানন্দ-- কবি জীবনানন্দ দাশকে একেবারেই ভিন্নধর্মী আলোচনা। কবিতার অন্ধকার যাত্রা, অপরাধ আত্মার নিষিদ্ধ যাত্রা, র‍্যাবো ও রামকৃষ্ণ। সেই তুলনায় অপ্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা আরো বেশি।

আত্মজীবনী: জীবনের জার্নাল -- অকপট জীবন অভিব্যক্তির দলিল এই বই। সাহসী স্বীকারোক্তি। জীবনী সাহিত্য ধারায় একেবারেই ব্যতিক্রম। রোবট, দ্রোহ, দেবীমুখ ইত্যাদি পত্রিকায় বেরিয়েছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

ব্যক্তিগত ডায়রি: ১৯৬০ সাল থেকে ২০১১ দীর্ঘ অর্ধ শতকের বেশি সময় ধরে লিখেছেন ব্যক্তিগত ডায়রি। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অজানা দিক, সাহিত্য ভাবনা, সমকালের কবি লেখক গুণগ্রাহীদের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য রয়েছে সেইসব ডায়রিতে। কবির পুত্রদ্বয় -- সুমিতেশ এবং নমিতেশ একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল, 'আমরা অরুণেশ ঘোষের ছেলে হলেও বাবার সমস্ত সৃষ্টির উত্তরাধিকারী আমরা তোমাকেই মনে করি। সেই ভরসা ও বিশ্বাস থেকেই বাবার সব লেখা তোমাকে দিলাম সম্পাদনা করে বই করার জন্য। সেই গুরু দায়িত্ব মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। 'অরুণেশ ঘোষ রচনা সমগ্র (১) 'গত বছর কলকাতা বইমেলায় বেরিয়েছে 'সোপান' পাবলিকেশন থেকে। দ্বিতীয় খন্ডের কাজ শেষ পর্যায়ে। পর্যায়ক্রমে এখনো পর্যন্ত প্রস্তাবিত ছয়টি খণ্ড বের হবে। পরে আরও বাড়তে পারে। ১৯৬০--২০১১ দীর্ঘ অর্ধ শতকের বেশি সময়ের ব্যক্তিগত ডায়রিগুলিও খন্ডে খন্ডে আলাদাভাবে করার পরিকল্পনা রয়েছে। আজকের দিনে কবিকে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই।

প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক দেবজ্যোতি রায়

অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক দেবজ্যোতি রায় (৭০)। কোচবিহারের বাসিন্দা দেবজ্যোতি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তারই মধ্যে শ্বাসকষ্ট নিয়ে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন। ১৮ আগস্ট রবিবার সকাল ৮ টা নাগাদ সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। তিনি কবিতা ও গদ্য মিলিয়ে আটটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত গোটা কোচবিহার। শোক জানিয়েছেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে এবং প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়। প্রত্যেকেই বলেন, "তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।" ২৪ আগস্ট কোচবিহারের সাহিত্যসভা হলঘরে লেখকের স্মরণসভা হয়। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও কবি-লেখকরা স্মৃতিচারণা করেন। দেবজ্যোতি রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর লেখার একটি অংশবিশেষ আমরা তুলে ধরছি। ২৩ জুলাই দেবজ্যোতি ওই লেখা ফেসবুকে পোস্ট করেছিলেন। নষ্ট আত্মার নোট বই (৮)... আবার আরিয়ানডো বুয়েন্ডিয়ার কথাই ধরুন ¦ ওঁর সেই হার না মানা যুদ্ধ স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে ¦ হ্যাঁ, আমার বোধের জগৎটাতে বুয়েন্ডিয়ার মতো লোকজন অনায়াসে ঢুকে যায় ¦ যেমনটা ঢুকে যান চারু মজুমদার তাঁর সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে ¦ নীলকণ্ঠ লিখেছে, ঢুকে যায় আরও কতো কিছু যে ¦ সিফিলিস রুগির পাশে ভবানী হলের ব্ল্যাকাররা, চাঁদের আঘাতে পাগল হয়েছে যে কিশোর, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া কিশোরী, জ্যাঠামশাইয়ের রক্তচক্ষু, দু'চোখ কুচিকুচি করে কেটে নেয়া অন্ধ ছলি মিঞা ঢুকে যায় ডুয়ার্স থেকে তরাই থেকে গোয়ালপাড়া থেকে রংপুরের তিস্তামুখঘাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ যে নদী, পাহাড়, অরণ্য, চা-বাগান, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শত, বৃষ্টি, কাঠ, তামাক, সোনারায়, হস্তীকন্যা এসব কিছুর মধ্য দিয়ে একজন মানুষের এপিক-মানুষ হয়ে উঠবার যে প্রাণান্তকর সাধ, সাধ্য, সাধনা, আহ্লাদ, তাদের নাচ-গান-ব্রতকথা, ব্রতচারী সেইসব প্রাচীন কুমারী, কার্তিক--- যে আলো সহ্য করতে পারতো না বলে আলো নামের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিলো, চেয়েছিলো ও-মুখটা অন্ধকার করে দিতে, কেননা ও বিশ্বাস করতো অন্ধকারেই মানুষ চেনে মানুষকে ¦ ঢুকে যায় জীবনের রক্তমাংসের সেই তীব্র স্পন্দন যা মানুষকে নদীর কাছে, নারীর কাছে, অন্ধকারের কাছেও টেনে নিয়ে যেতে থাকে প্রবল ¦ --- এই সবকিছু, অনস্বীকার্য এই সবকিছু ঢুকে পড়লে আমার মধ্যে আমি তখন কী করতে পারি ¦ আমি কী করতে পারি নিজেকে মৃত মানুষে, ছল কপটতায় ভরা অসৎ, আগ্রাসী, গুদখোর এই খণ্ড খণ্ড মানবজাতি ও তাদের ততোধিক হিংস্র সমাজ-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে না পারলে ¦ আমি কি তখন সেই পবিত্র লবণ হতেই চাই না যা থিতিয়ে যাবে না জলে, নষ্টকে বলবে আরও নষ্ট হতে, আত্মহত্যাকারীর পায়ের তলা থেকে

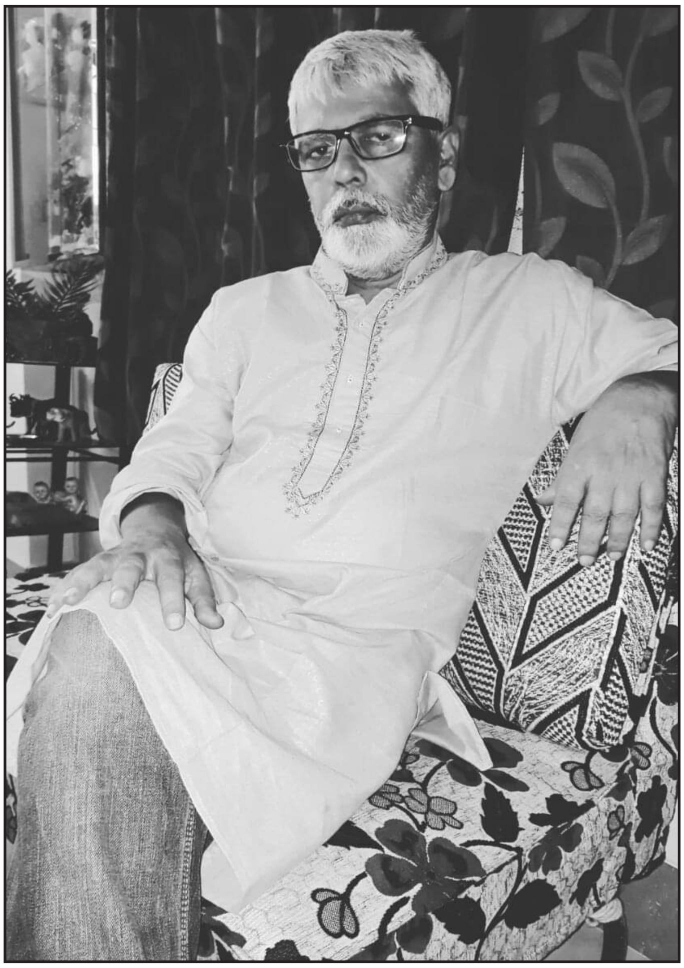

সরিয়ে নেবে টুল, মুমূর্ষুর গলার নলিটা টিপে ধরবে দুই হাতে, জোরে? তাই আমার ভিতর অন্যভাবে জারিত হতে থাকে সত্তর দশক যা মুক্তির দশক হতে চেয়েছিলো, পারেনি, পারেনা কখনও ¦ ব্যর্থতার, হতাশের দলেই তো আমি ¦ তাই ক্রুদ্ধ সবসময় ¦ সেখানেই থেকে যাবো আমরণ এই স্বপ্নটা নিয়ে যে এই ছাগলচোদা সভ্যতার দেহে, কোথাও না কোথাও আমি ঢুকে যাচ্ছি একটা তীক্ষ্ণ ছুরির মতো, যাকে তুলে আনবার ক্ষমতা এই পচে যাওয়া সভ্যতার নেই ¦ এজন্যে কোনও পুলিশ খুন, সরকারি বাড়ি উড়িয়ে দেয়া, সংসদ বা বিধানসভা ভবনগুলিতে পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের মতো অক্ষম, অর্থকর,পুনরাবৃত্তিমূলক, বিরক্তিকর, বোকা বোকা কাজ করবার দরকার নেই ¦ দরকার নেই দল পাকাবার ¦ শুধু নিজেকেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরির উজ্জ্বলতা ও কাঠিন্যতে রূপান্তরিত করে সভ্যতার দেহে ঢুকিয়ে দেয়া ছাড়া ¦ আমার চাদ্দিকে ফেনিয়ে উঠছে আরও বিশৃঙ্খলা, শিষ্ট ভাষার সন্ত্রাস যা ক্ষমতার তৈরি, আর সবার ওপরে ওই সুখী, আত্মতৃপ্ত, ভণ্ড, ভেড়ুয়া, অসৎ, আগ্রাসী, হারামি, বিচি নাচানো সমাজ ও রাষ্ট্রের মাতব্বর মানুষগুলোর পিঁচুটি ভরা চোখে তখন ভাসছে মৃত্যুর আতঙ্ক ¦ হাসতে হাসতে এই খুনি সভ্যতার নাচুনি বিচি ফাটিয়ে দিচ্ছি আমি ¦ আমি, যে সমুদ্রকেও হাসায় ¦ আর ওরা ছুটে আসছে আমার দিকে রাগে, আতঙ্কে ও ঘৃণায় ¦ আহ ! কী যে তৃপ্তি এই স্বপ্নটাতে ¦ (অংশবিশেষ)

এলজি ইলেক্ট্রনিক্স-এর স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ঘোষণা

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড, এলজি ইলেকট্রনিক্স তার ফ্ল্যাগশিপ সিএসআর উদ্যোগ, লাইফস গুড স্কলারশিপ প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল মেয়েশিশুর শিক্ষার প্রসারে ফোকাস এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যাত্রায় সমর্থন করা।

কোম্পানি তার কর্পোরেট অফিস নয়ডায় এই ফ্ল্যাগশিপ স্কলারশিপ প্রোগ্রামের প্রথম সংস্করণ সফলভাবে আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে এমডি - এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া ৩টি প্রতিষ্ঠান- গালগোটিয়াস ইউনিভার্সিটি, জয়পুরিয়া ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট এবং লয়েড ল কলেজের স্কলারদের সংবর্ধনা দেয়।

লাইফ'স গুড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম উচ্চ শিক্ষার যেকোনও শিক্ষাবর্ষে পাঠরত শিক্ষার্থীদের জন্য, ন্যূনতম যোগ্যতার পূর্ববর্তী ক্লাসে কমপক্ষে ৬০% নম্বর। এছাড়াও মেধাভিত্তিক বৃত্তি থাকবে। প্রয়োজন-ভিত্তিক বিভাগের অধীনে, বৃত্তির ২৫% হাস্বল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অন্যদিকে, মেধা-ভিত্তিক বৃত্তি তাদের দেওয়া হবে যারা তাদের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ন্যূনতম ৭৫% নম্বর বা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলিতে ৭ এসজিপিএ অর্জন করেছে। বৃত্তির 25% মেধাবী মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। আর্থিক সহায়তা টিউশন ফি এর ৫০% বা স্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য ২ লক্ষ পর্যন্ত।

এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়ার এমডি মি. হং জু জিওন বলেন, "এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়াতে, আমরা অর্থপূর্ণ উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবনে একটি বাস্তবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করি। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা এবং দক্ষতার ক্ষেত্র জুড়ে আমরা আমাদের সিএসআর প্রোগ্রামের ফোকাস রাখি। লাইফ'স গুড স্কলারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা তরুণদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্য রাখি।"

ভি-এর উদ্যোগে আর্টিসানস অফ ইন্ডিয়ার প্রবর্তন

শিলিগুড়ি: ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর ভি তার অনন্য উদ্যোগ, আর্টিসানস অফ ইন্ডিয়া চালু করেছে। এই বিশেষ উদ্যোগটি স্থানীয় কারিগরদের কারুকাজ এবং দক্ষতা উদযাপন করে, দেশজুড়ে প্রাণবন্ত স্পর্শ যোগ করেছে। একাধিক রাজ্যে এর স্টোর জুড়ে ৬০ টিরও বেশি প্রতিভাবান কারিগরকে প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করতে সহায়তা করেছে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, নয়াদিল্লি, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং গুজরাটের ভি-এর স্টোরগুলি জনসাধারণের কাছে কারিগরদের কাজ প্রদর্শন করতে স্থানীয় এনজিওগুলির সাথে সহযোগিতা করেছে। এই কারিগররা, বিভিন্ন কারুকাজ এবং ঐতিহ্যের সাথে করে, হাতে আঁকা ব্যাগ, চিকনকারি সূচিকর্ম, পেইন্টিং, খেলনা, এবং আরও অনেক কিছু প্রদর্শন করে। কিছু এনজিও ভি এই উদ্যোগের জন্য পার্টনারশিপ করেছে যার মধ্যে রয়েছে ইউনিভার্সাল স্মাইল, ESSCENT, আস্থা ফাউন্ডেশনের বিশেষ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পরিবর্তন স্কুল, স্বাসসমিতি-স্বস্তিক হস্তশিল্প মহিলা কল্যাণ সমিতি, দিশা শক্তি স্বয়ম সহায়ত সমুহ এবং RAFEC। কলকাতার সাউথ সিটি স্টোরে, ইউনিভার্সাল স্মাইল মহিলাদের দ্বারা তৈরি হাতে আঁকা কাপড়ের ব্যাগ প্রদর্শন করেছে, যা একটি অনাথ আশ্রমকে সহায়তা করে, যখন গুজরাটে, আস্থা ফাউন্ডেশন বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে সজ্জিত প্রদীপ তৈরি এবং প্রদর্শনের জন্য কাজ করেছে। আর্টিসানস অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগের মাধ্যমে, ভি আমাদের সকলকে একত্রিত করে সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। ভি কারিগর এবং কারিগরদের উন্নীত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যারা জাতির ফ্যাব্রিকে প্রচুর অবদান রাখে।

উন্নত পরিষেবা প্রদানে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এনইএসএফবি নিয়োগ

শিলিগুড়ি: নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক (এনইএসএফবি) উত্তর-পূর্ব জুড়ে শাখা প্রধানদের নিয়োগের জন্য একটি নিয়োগের ড্রাইভ ঘোষণা করেছে। আসাম, উত্তরবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়ে পরিষেবাকে উন্নত করে তুলতে ব্যাঙ্কটি ৩০ জনেরও বেশি নতুন কর্মী নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে। এই উদ্যোগটি এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নে এনইএসএফবি-এর প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ব্যাংক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের চাচ্ছে।

নিয়োগ ড্রাইভে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য এনইএসএফবি-এর বৃহত্তর মিশনের অংশ। তার কর্মশক্তি প্রসারিত করার মাধ্যমে, এনইএসএফবি আর্থিক সেক্টরে সফল ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্য রাখে, যার ফলে এই অঞ্চলের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা https://nesfb.com/apply-এ আবেদন করতে পারবে। আবেদন প্রক্রিয়াটি সহজবোধ্য, এবং ব্যাঙ্ক মহিলা পুরুষ সকল আবেদনকারীদের সমান সুযোগ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমস্ত নিবন্ধন দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার জন্য একটি স্ক্রিনিং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে। বাছাইয়ের পরে, প্রার্থীরা ইন্টারভিউ-এর রাউন্ডে যাবেন।

অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ক্রেডিট কার্ডের সাথে পেয়ে যান একাধিক সুযোগ

কলকাতা: অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ভিসার মাধ্যমে চালিত ভারতের প্রথম কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড, এটি দেশ জুড়ে ৫ মিলিয়নেরও বেশি গ্রাহককে অনবোর্ড করেছে। এই ক্রেডিট কার্ডে রয়েছে তাৎক্ষণিক ইস্যু, যোগদান বা বার্ষিক ফি এবং সীমাহীন ক্যাশব্যাকের মতো সুবিধাগুলির মতন অসংখ্য অফার। ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল কো-ব্র্যান্ডেড কার্ডগুলির মধ্যে এটি একটি। ক্রেডিট কার্ডটি ডিজিটাল-প্রথম পদ্ধতির সাথে, ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ এনপিএস স্কোরগুলির মধ্যে একটি, যা আকর্ষণীয় ক্যাশব্যাক এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এটি উচ্চ-মূল্যের লেনদেন এবং ছোট টিকিটের লেনদেনের জন্য সেরা পছন্দ হয়ে উঠেছে। প্রতি ব্যবহারকারী কার্ডের গড় খরচ শিল্পের মানগুলির চেয়ে ২২% বেশি। পাশাপাশি, এটি Amazon.in-এ লক্ষ লক্ষ পণ্যের জন্য একচেটিয়া ছয় মাসের নো-কস্ট ইএমআই বিকল্পগুলিও অফার করে। গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টিভ্যালে, ৫ মিলিয়ন কার্ডের মাইলফলক সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, অ্যামাজন পে-এর ক্রেডিট অ্যান্ড লেন্ডিং ডিরেক্টর মায়াঙ্ক জৈন বলেছেন, "আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের আর্থিক অভিজ্ঞতা বাড়াতে অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ডটি লঞ্চ করতে পেরে আনন্দিত। ভিসা এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতায় কার্ডটির অফারগুলির মাধ্যমে আমরা উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ চালিয়ে যেতে উত্তেজিত।" আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং অ্যামাজন পে গ্রাহকদের উন্নত পুরস্কার দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে অ্যামাজন কেনাকাটায় সীমাহীন ক্যাশব্যাক, বিল পেমেন্টে ২% এবং নন-ইএমআই লেনদেনে ১%। ক্যাশব্যাক পয়েন্টের মেয়াদ শেষ হয় না এবং অটোমেটিকালি অ্যামাজন পে ব্যালেন্সে ক্রেডিট হয়। সীমিত সময়ের এই অফারগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্লাইট এবং হোটেল বুকিংয়ে ৫% ক্যাশব্যাক। অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকদের Amazon.in বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করার জন্য উপলব্ধ, এটি যোগাযোগহীন, কাগজবিহীন প্রক্রিয়া, শারীরিক কার্ড এবং পুরস্কাররের সাথে।

স্থিতিশীল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ: 'কমনস কনভেনিং'

স্টাফ রিপোর্টার: ভারতের নয়াদিল্লিতে ২৫ থেকে ২৭ অগাস্ট কমন্স কনভেনিং ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই ইভেন্টের লক্ষ্য ভারতের ইকোলজিকাল কমনস রক্ষার বিষয়ে আলোচনা, যা ২০ টিরও বেশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে। ২০৫ মিলিয়ন একর কমনস সহ ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি গ্রামীণ দরিদ্রদের টিকিয়ে রাখার সঙ্গে, ইভেন্টের লক্ষ্য সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) রক্ষায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জন-সাধারণের গুরুত্ব তুলে ধরা।ইকোলজিকাল কমনস রক্ষায় কাজের জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাত জন লিডারকে সম্মানিত করা হয়। তাঁরা নিজেদের গল্প এবং অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।

ওড়িশার জিশুদান দিশারী এবং নাগাল্যান্ডের ওয়াই নুকলু ফোম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন, অন্যদিকে বেঙ্গালুরুর উষা রাজাগোপালন শহুরে পরিবেশে কমনসের প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞসহ গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। যেমন, রাজেশ এস কুমার আইএফএস, এবং মুনিরাজু এসবি, উপ-উপদেষ্টা, নীতি আয়োগ সহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব কমনস রক্ষায় স্থানীয় জ্ঞান এবং সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানকে কৌশলগত পরিকল্পনা, সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং ভারতের স্থিতিশীল ভবিষ্যতে কমনসের গুরুত্বকে শক্তিশালী করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় ভারতের কমনস রক্ষায় নীতিনির্ধারক, সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে ।

গোঁসাইপুরে "কানহা কিয়া"-র প্রিমিয়ার শোরুম

গোঁসাইপুর: আমরা এই অঞ্চলে কিয়া মোটরস-এর নতুন এবং বৃহত্তম অটোমোবাইল শোরুম "কানহা কিয়া"-র গ্র্যান্ড ওপেনিং ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। কানহা কিয়া অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজে শ্রেষ্ঠত্ব এবং উদ্ভাবনের প্রতি কিয়ার প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শোরুমে কিয়া গাড়ির সম্পূর্ণ পরিসরের প্রদর্শনী থাকবে, যার মধ্যে লেটেস্ট মডেল এবং ভেরিয়েন্টও রয়েছে, যা অটোমোবাইলের সবরকম চাহিদা এবং পছন্দকে পূরণ করবে। আপনি আড়ম্বরপূর্ণ সেডান খুঁজছেন বা শক্তিশালী এসইউভি বা আধুনিক বৈদ্যুতিক যান, যাই চাইছেন না কেন, সকলের জন্যই কানহা কিয়ায় কিছু না কিছু রয়েছে। গাড়ির বিস্তৃত নির্বাচনের পাশাপাশি, কানহা কিয়া অতুলনীয় গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। আপনার কিয়া অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক যেন অত্যন্ত যত্ন এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করা হয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের শোরুমে ব্যাপক বিক্রয় এবং পরিষেবা সুবিধা রয়েছে।

ভারতে কৃষিকাজের জমির প্রস্তুতিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে মাহিন্দ্রা

শিলিগুড়ি: মাহিন্দ্রা ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর, বিশ্বের বৃহত্তম ট্র্যাক্টর প্রস্তুতকারক, তার বিস্তৃত পরিসরের রোটাভেটরের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষকদের জন্য চাষের জমি তৈরির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করছে। এই রোটাভেটরগুলি কঠোর গবেষণা ও উন্নয়ন দলের পরিশ্রমের সাহায্যে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়েছে। মাহিন্দ্রা, দেশ জুড়ে প্রতিটি কৃষি অবস্থার জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং জীবন নিশ্চিত করতে কৃষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। ভারতে তৈরি, এই রোটাভেটরগুলি পাঞ্জাবের নাভাতে একটি নিবেদিত ইউনিটে তৈরি করা হয়েছে। এই রোটাভেটর প্রযুক্তিটি উন্নতমানের জমি তৈরির একটি সরঞ্জাম, যা সময় এবং শ্রমকে অপ্টিমাইজ করার পাশাপাশি, বীজতলার গুণমান উন্নত করে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাটির অবস্থার উন্নতি ঘটে। এই প্রযুক্তিগুলি ১৫ থেকে ৭০ এইচপি পর্যন্ত ট্রাক্টরগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কম জ্বালানী খরচ এবং স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, শক্ত মাটির পরিস্থিতিতে দীর্ঘজীবনের জন্য 'বোরোব্লেডস' নামক একটি বিশেষ ইস্পাত খাদ থেকে তৈরি ব্লেডগুলির সাথে। শুধু তাই নয়, কোম্পানি একটি 'ইন্টেলিজেন্ট রোটাভেটর'ও চালু করছে যা একটি অ্যাপের মাধ্যমে তার ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্লুটুথ প্রযুক্তির ব্যবহার করে। মাহিন্দ্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের হেমন্ত সিক্কা - প্রেসিডেন্ট, ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর জানিয়েছেন, "মাহিন্দ্রা ভারতের জন্য রোটাভেটর প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যার লক্ষ্য কৃষিকাজের জন্য জমিকে রূপান্তরিত করা এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি, আধুনিক খামার সরঞ্জাম বিশ্বব্যাপী উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে।"

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "ক্রাফ্টেড বাই ভারত"-এর অষ্টম সংস্করণ শুরু করেছে ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট, ভারতের ই-কমার্স জায়ান্ট, দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তার অষ্টম "ক্রাফ্টেড বাই ভারত" সমর্থ বিক্রয় ইভেন্টের ঘোষণা করেছে, এটি ১৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফ্লিপকার্টের এই সমর্থ ইভেন্টটি বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ কারিগর, তাঁতি, সরকারী সংস্থা, এনজিও, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়, গ্রামীণ উদ্যোক্তা এবং মহিলা উদ্যোক্তারা প্রায় ২৫,০০০ টিরও বেশি হস্তশিল্প পণ্যের সাথে ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এখানে কাঠের শিল্প, ধাতু-কাস্টিং আর্ট এবং ঐতিহ্যবাহী আসবাবপত্রের মতো ১০০ টিরও বেশি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ফর্মগুলি প্রদর্শিত হয়। ফ্লিপকার্ট-এর এই ইভেন্টে আগ্রা, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর, সুরাট এবং

বারাণসীর মতো শহর ও শহরতলি অঞ্চলের এমএসএমই-গুলিকে সংস্থান সরবরাহ করবে। অংশগ্রহণকারী কারিগরদের দৃশ্যমানতা এবং আবিষ্কারযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কোম্পানি ক্রমাগত প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড করে চলেছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই ফ্লিপকার্ট সামর্থ হল একটি দেশব্যাপী উদ্যোগ যার লক্ষ্য এমএসএমই, কারিগর এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। এই উদ্যোগটি বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার সাথে কৌশলগত সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহজতর করা সম্ভব হয়েছে। 'ক্রাফ্টেড বাই ভারত'-এর অষ্টম সংস্করণ সম্পর্কে মন্তব্য করে ফ্লিপকার্ট গ্রুপ-এর চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেছেন, "আমরা ফ্লিপকার্টে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে "'ক্রাফ্টেড বাই ভারত"-এর অষ্টম সংস্করণ চালু করেছি। ইভেন্টটি স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রচার করে এবং সমর্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমএসএমই-কে সমর্থন করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল বিক্রেতাদের ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে উন্নতির জন্য ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো।"

পশ্চিমবঙ্গে বীমা অনুপ্রবেশ বাড়াতে টাটা এআইএ'র উদ্যোগ

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বীমা সচেতনতা এবং বীমার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স। তারা এজন্য আইআরডিএআই-এর '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে নেমেছে। এরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় বীমাকারী হিসেবে টাটা এআইএ সম্ভাব্য গ্রাহকদের বীমার আওতাভুক্ত করতে ও জীবন বীমার সুবিধাবলী বিষয়ে তাদের অবহিত করার জন্য নানা কৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

টাটা এআইএ'র প্রধান উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে - (১) ক্যারিয়ার সুযোগ উপস্থাপনা: টাটা এআইএ শিলিগুড়ি ও কৃষ্ণনগরে জীবন বীমা উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে প্রায় ৭০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি ছিল। (২) বীমারথ: এটি হল ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিচালিত একটি বিশেষ অন-গ্রাউন্ড উদ্যোগ, যার সঙ্গে ৫,০০০-এরও বেশি সম্ভাব্য গ্রাহকদের প্রচারমূলক ভ্যানের মাধ্যমে ও আউটরিচ কার্যক্রমে জড়িত করা সম্ভব হয়েছে। (৩) অংশীদারিত্ব: জীবন বীমা সমাধান ও সেগুলির সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ মালদা ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়েছে টাটা এআইএ।

বর্তমানে চালু থাকা উদ্যোগসমূহ: (১) মাসিক বীমা দিবস: জীবন বীমা সম্পর্কে গ্রাহকদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মাসিক অনুষ্ঠান। (২) সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার: স্থানীয় থিম ও আইকন ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে ২ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাওয়া। (৩) কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) নেটওয়ার্ক: গ্রামীণ এলাকায় জীবন বীমা সমাধান পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিএলই ব্যবহার করা।

উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে টাটা এআইএ সফলভাবে পশ্চিমবঙ্গে তার অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ১১,০০০ এরও বেশি গ্রাহকের জীবন সুরক্ষিত করতে পেরেছে।

সবচেয়ে প্রতীক্ষিত এফটিআরই পরীক্ষার ঘোষণা করেছে ফীটজী (FIITJEE)

কলকাতা: ফীটজী (FIITJEE)–জী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ভারতের বিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান, এটি FIITJEE ট্যালেন্ট রিওয়ার্ড পরীক্ষা (FTRE) পরিচালনা করতে প্রস্তুত। এই প্রতীক্ষিত পরীক্ষাটির প্রস্তুতির জন্য পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়ারা বিভিন্ন একাডেমিক সুবিধার সুযোগ পেতে পারবে। এই বছর পরীক্ষাটি একাধিক তারিখে অফলাইন, কম্পিউটার ভিত্তিক (CBT) এবং প্রক্টরড অনলাইন মোডে পরিচালিত হবে। এছাড়াও, পড়ুয়ারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ এবং মোড বেছে নিতে পারবে। প্রতিষ্ঠানটি এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসার মাধ্যমে পড়ুয়াদের জাতীয় স্তরে দাঁড়ানোর একটি বাস্তবসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে এবং তাদের ত্রুটিগুলি শুধরে দিতে সাহায্য করে। এফটিআরই, পড়ুয়াদের একাডেমিক সম্ভাবনার একটি ৩৬০-ডিগ্রী বিশ্লেষণ অফার করার পাশাপাশি, পিতামাতা এবং শিশুদের জন্য একাডেমিক লক্ষ্য এবং কর্মজীবনের পথ পরিকল্পনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। পিতামাতা এবং সন্তানদের তাদের কর্মজীবনের পছন্দ নির্ধারণ করতে তাদের সন্তানের বর্তমান শিক্ষাগত ক্ষমতা, যেমন যোগ্যতা, বোধগম্যতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং সাধারণ আইকিউ চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয়। একাদশ শ্রেণিতে সঠিক স্ট্রীম নির্বাচনের জন্য বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার প্রাথমিক সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ফীটজী-এর ডিরেক্টর আর এল ত্রিখা জানিয়েছেন, "একজন পড়ুয়ার একাডেমিক সম্ভাবনার মূল্যায়ন করা এবং তাদের অসাধারণ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফীটজী (FIITJEE) তে যোগদানের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য আমি সকল পড়ুয়াদের পরামর্শ দিয়েছি। কারণ, এটি প্রচুর প্রারম্ভিক যোগদানের একাডেমিক সুবিধা এবং একটি উচ্চতর, সর্বোত্তমভাবে ডিজাইন করা শিক্ষার পরিবেশে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করে।"

শিলিগুড়িতে প্রথম হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক নিয়ে ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার

শিলিগুড়ি: ডাঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার, হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিকে বিশ্বের বৃহত্তম চেইন, পশ্চিমবঙ্গকে ১১ তম অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে শিলিগুড়িতে তার প্রথম ক্লিনিক চালু করার কথা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। ক্লিনিকটি উদ্বোধন করেন মিসেস আনা তামাং, ইনফ্লুয়েন্সার ও ভিডিও ক্রিয়েটর, এবং শ্রী সঞ্জয় মুখার্জি, ডঃ বাত্রা'স® গ্রুপ অফ কোম্পানিজের গ্রুপ সিইও।

এই নতুন ক্লিনিকটি শিলিগুড়ির জনগণের জন্য ওয়েট ম্যানেজমেন্ট, থাইরয়েডের যত্ন, ট্রাইকোলজি এবং আরও অনেক রোগের হোমিওপ্যাথিক পরিষেবার সুযোগ নিয়ে আসে। ক্লিনিকটি হোমিওপ্যাথিকে লেটেস্ট আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির সঙ্গে একত্রিত করে, যেমন এক্সওজেন, এক্সোসোম-ভিত্তিক লক্ষ্যযুক্ত চুলের চিকিৎসা এবং এআই হেয়ার প্রো, কাস্টমাইজড চুলের চিকিৎসার ডিভাইস ইত্যাদি। ডঃ বাত্রা'স-এ সিঙ্গল প্রিক টেস্টে ৪৫ রকম ফুড অ্যালার্জেন ডিটেকশনের ব্যবস্থা রয়েছে। ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার গ্রুপের সিইও মিঃ সঞ্জয় মুখার্জি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল পার্সোনালাইজড যত্নের মাধ্যমে রোগীর স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা উন্নত করা এবং আমরা এখানেও কমিউনিটির সেবা করার জন্য উন্মুখ।"আমেরিকান কোয়ালিটি অ্যাসেসরদের দ্বারা প্রমাণিত ডঃ বাত্রা'স হেলথকেয়ার ৯১% সাফল্যের হার সহ ১৫ লক্ষেরও বেশি রোগীর সফল চিকিৎসা করেছে। শিলিগুড়িতে ক্লিনিকের সূচনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারণে কোম্পানির প্রতিশ্রুতির একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে। লঞ্চ অফার হিসেবে, ডঃ বাত্রা'স® সীমিত সময়ের জন্য রেজিস্ট্রেশনের উপর ২৫% ছাড় দিচ্ছে। শিলিগুড়িতে ঠিকানা: ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার, সি/ও সঞ্জয় আচালিয়া, বসন্ত বিহার কমপ্লেক্স, ডন বস্কো রোড, সেবক আরডি, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১।

গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস সচেতনতা উদ্যোগে ডঃ রেড্ডি'স-এর ভূমিকা

কলকাতা: ডঃ রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড ১৬২ বর্গ মিটার বিস্তৃত সর্ববৃহৎ ব্রোশার মোজাইক (লোগো) ইনস্টলেশন তৈরি করার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অর্জন করেছে। এই কৃতিত্বটি কোম্পানির গ্রাউন্ডব্রেকিং গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস সচেতনতা উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য ভারত জুড়ে ৩০,০০০ টিরও বেশি ডায়াবেটিস রোগীর মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতায় সহায়তা করা। এই উদ্যোগটি 'গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস' গুরুত্ব তুলে ধরেজো, এটি একটি ধারণা যা এন্ডোক্রিনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। ডাঃ রেড্ডি'স একটি অনন্য 'গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস স্কেল' প্রবর্তন করেছেন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের ডায়াবেটিস রোগীদের মানসিক এবং মানসিক অবস্থার পরিমাপ করতে সাহায্য করার জন্য, যা সামগ্রিক ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। কলকাতার স্বাস্থ্যসেবা মার্কেট এই উদ্যোগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। ডায়াবেটিসের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, শহরের চিকিৎসক সম্প্রদায় গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস স্কেলকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যা রোগের সাথে সংবেদনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। স্কেলটি ইতিমধ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে যারা রোগীর ফলাফলের উন্নতিতে এর মূল্যের উপর জোর দেয়। ডঃ রেড্ডি'স-এর হেড অফ ইন্ডিয়া বিজনেস সন্দীপ খান্ডেলওয়াল জানিয়েছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল ভারতকে ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল থেকে বিশ্বের ডায়াবেটিস কেয়ার ক্যাপিটালে রূপান্তর করা।" রেকর্ড-সেটিং মোজাইক, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রতিক্রিয়া থেকে তৈরি, এই প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ এক গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাতের অন্ধকারে এক গৃহবধূকে গুলি করার অভিযোগ উঠে আগস্ট শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটা থানার পেটলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কোচবিহারের বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী সঞ্জীব বর্মণ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। রাতেই পুলিশ ওই গ্রামে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই ঘটনার পেছনে তার স্বামীর হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। পুলিশ আরও মনে করছে, পারিবারিক কোনও বিবাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে। কোচবিহারের এক পুলিশ কর্তা বলেন, “ঘটনার তদন্ত করা শুরু করা হয়ে হয়েছে। খুব শীঘ্রই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।” পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, ১৮ আগস্ট শনিবার কোচবিহারের বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে গৃহবধূকে অস্ত্রোপচারের পর গুলি বের করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন ওই গৃহবধূ। রাত ১১ টা নাগাদ কয়েকজন প্রতিবেশী তাকে বাড়ির সামনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিবেশীদের কয়েকজন বলেন, “কিভাবে ওই ঘটনা হল, কারা গুলি করল বুঝতে পারলাম না।” স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কৃষিকাজ করে দিন চলে ওই গৃহবধূদের। সংসারে অভাব রয়েছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা গৃহবধূর স্বামীকে বাড়িতে দেখেন প্রতিবেশীরা। স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তার কোন খোঁজ নেই।

হাতেনাতে ধরা পড়লো দুই চোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রকাশ্য দিবালোকে সাইকেল চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়লো দুই চোর, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরেছে কোচবিহার শহরের নরসিংহ দিঘি সংলগ্ন এলাকায়। এদিন দুপুর একটা নাগাদ কোচবিহার শহরের নরসিংহ দিঘি সংলগ্ন এলাকায় সাইকেল চুরি করতে আসে দুই চোর। বিষয়টি সাইকেল মালিকের নজরে আসতেই দুজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপর তাদের দিঘির কিনারে বেধে রাখে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়লো গোটা এলাকা জুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বেশ কিছুদিন থেকেই এই স্থান থেকে সাইকেল চুরির ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সাইকেল চুরি হয়েছে এই এলাকায়। কোচবিহার কোতয়ালী থানায় ফোন করে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা।

উদয়নের খাসতালুকে আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদ মিছিলে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহের খাসতালুকে আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে বেরোনো ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ২০ আগস্ট সোমবার রাত ৮ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দিনহাটা শহরে। ওই সময় উদয়ন দিনহাটায় ছিলেন। ঘটনাস্থলেও তিনি যান। বিরোধীদের দাবি, ভয় দেখিয়ে মানুষের ক্ষোভ দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে রাজ্যের শাসক দল। উদয়ন একদিন আগে বলেছিলেন, ‘যারা জিন্স পরেন, যারা সেলুনে গিয়ে ববকাট চুল করেন বা চুল স্ট্রেইট করেন, তাঁরা কেউ মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন না। তাঁরা কেউ আইপিএল, লটারির টিকিটের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন না।’ অভিযোগ, আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ ভালো চোখে দেখছেন না বলে উদয়ন ওই মন্তব্য করেছেন। এছাড়া দু’দিন আগেও তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে যে আঙুল উঠবে তা ভেঙে দিতে হবে। উদয়ন অবশ্য হামলার কোনও অভিযোগ মানতে নারাজ। আরজি কর কান্ডে দোষীদের তিনি চরম শাস্তি চান, সমস্ত আন্দোলনের পাশে রয়েছেন বলেও দাবি করেন। তাহলে হামলা কেন? উদয়ন বলেন, “কোনও মিছিলে কেউ বাধা দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও বলে স্লোগান উঠলে অনেকে প্রতিবাদ করেন। এখন তো সিবিআইয়ের কাছে জবাব চাওয়া উচিত। ওইসময় হইচই শুনে আমিও বেরিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে কোনও গন্ডগোল দেখিনি। কেউ আমাকে অভিযোগ জানায়নি।” ওই মিছিলে অংশ নেওয়া অনেকের অভিযোগ, মিছিল শুরু হতেই স্লোগান দিতে গেলে বেশ কয়েকজন এসে মাইকে তার পর্যন্ত খুলে দেয়। আন্দোলনকারী একজনকে মারধর করা হয়।” অভিযোগ, হেমন্ত বসু কর্ণার থেকে ওই মিছিল শুরু হয়। সেখানে গিয়ে তৃণমূল কর্মীরা হুঁশিয়ারি দেয়, যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু না বলা হয়। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী স্লোগান তোলার অভিযোগ তুলে গোধূলি বাজারের কাছে একজনকে মিছিল থেকে বের করে মারধর করা হয়। মিছিল পুরনো বাসস্ট্যান্ড পৌঁছালে সেখানে মিছিলের দখল নেয় তৃণমূল। সেখানে রাস্তার উপরে বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। পরে মিছিল ঘুরে ফের হেমন্ত বসু কর্নারে গিয়ে শেষ হয়।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “উদয়ন গুহ ভয় পেয়েছেন। তাই আন্দোলন দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।” সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, “নীতি-আদর্শ বলে কিছু নেই তৃণমূলের মন্ত্রীর। ভোট লুঠ করে জয়ী হয়েছেন। জোরজুলুম করে মানুষকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। ওঁকে গ্রেফতার করা উচিত।”

আন্দোলনে নয় ছাত্র-ছাত্রীরা, নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্কুলের সময়ে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে যাওয়া যাবে না বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল শিক্ষা দফতরে নির্দেশ মতো কোচবিহার জেলাশাসকের নির্দেশে কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শকরা সতর্ক করেছেন সবাইকে। সবই অবশ্য মৌখিকভাবে হয়েছে। তারপরেও আরজি কর নিয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে কোচবিহারে। শুক্রবার কোচবিহার শহরের একটি স্কুলের প্রাক্তনী ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদেরও দেখা যায়। ওই নির্দেশ নিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধী শিক্ষক সংগঠনের দাবি, এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ বন্ধ করা যাবে না। শাসক দলের শিক্ষক সংগঠনের দাবি, ওই নির্দেশিকা নতুন কিছু নয়। কোচবিহার জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মৃণালকান্তি সিংহ বলেন, “প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কোনও আন্দোলনে যোগ যাতে না দেয় সে বিষয়ে জেলাশাসক নির্দেশ দিয়েছেন। সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সহকারি স্কুল পরিদর্শককে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।” প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই মনে করছে শাসক দলের শিক্ষক সংগঠন। তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের (মাধ্যমিক) কোচবিহার শিক্ষক সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, “পুরনো একটি নির্দেশিকা নতুন করে মনে করে দেওয়া হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। একজন ছাত্রছাত্রী স্কুলে প্রবেশের পর প্রধান শিক্ষকের উপরে দায়িত্ব বর্তায়। ওই সময়ে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় তো স্কুলের থাকবে, সে জন্যেই সতর্ক করা হয়েছে।” বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি মনে করছে, ওই নির্দেশের পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এবিটিএর সদস্য নীহাররঞ্জন দাস বলেন, “আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদ করার অধিকার সবার আছে। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। এটা এভাবে আটকানো যায় না। যদি শিক্ষকদের কেউ ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল বুঝিয়ে বা জোর করে কোনও আন্দোলনে নিয়ে যেতে না পারে তা নিয়ে নির্দেশিকা হতে পারে।” বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের নেতা বিনয় সরকার বলেন, “যাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তিনি একজন ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীরা তা নিয়ে রাস্তায় নামবে এটাই স্বাভাবিক। সে মতো গোটা রাজ্য থেকে শুরু করে দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের কাজে লাগিয়ে এমন নির্দেশ চাপিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে।”

নিরাপত্তায় জোর কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি করের ঘটনার পর নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে একাধিক পদক্ষেপ নেবে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। ইতিমধ্যেই সেই সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করে স্বাস্থ্য দফতরে পাঠিয়েছেন কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ। কোচবিহার মেডিক্যাল হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, বহিরাগতরা মদ্যপ অবস্থায় যে কোনও সময় ভেতরে ঢুকে পড়ছে। মহিলা চিকিৎসকদের জন্যে সেখানে আলাদা কোনও ‘রেস্ট রুম ও টয়লেটে’র ব্যবস্থা নেই। পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নেই। বহু জায়গা সিসিটিভির আওতার বাইরে রয়েছে। সিসিটিভি সঠিকভাবে মনিটরিং করা হয় না। কোনওটি খারাপ হয়ে থাকলে তা ঠিক করার বিষয়ে উদাসীনতার অভিযোগ রয়েছে। এই অবস্থায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ২০ টি নতুন বিশ্রাম কক্ষ তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে। যার মধ্যে দশটি মহিলাদের ও দশটি পুরুষদের জন বরাদ্দ থাকবে। হাসপাতাল চত্বরে আরও ১৮০ টি সিসিটিভি বসানোর পরিকল্পনা হয়েছে। বর্তমানে ৯৬ টির মতো সিসিটিভি রয়েছে। সিসিটিভির জন্য সেন্ট্রাল মনিটর রুম তৈরি করা হবে। সেন্ট্রাল এলার্ম সিস্টেম চালু করা হবে। যে কোনও বিপদ হলে ওই এলার্ম বেজে উঠবে। এছাড়া নতুন করে আরও ৮০ জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের জন্য স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হয়েছে। মদ্যপদের আটকাতে চালু করা হয়েছে ব্রেথএনলাইজার পরীক্ষা। সেই সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। হস্টেলের সামনে টহলদারি বাড়িয়েছে কোচবিহার পুলিশের উইনার্স টিম। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি বলেন, “হাসপাতালে নজরদারি রাখা হচ্ছে। বহিরাগত বা মদ্যপ অবস্থায় কেউ যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে জন্য নজরদারি রাখা হবে।”

কর্মবিরতির জেরে রোগী কমছে হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হাসপাতালের বর্হিবিভাগ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোনোদিন সমস্ত চিকিৎসকরাই দিনভর কর্মবিরতিতে থাকছেন। কোনোদিন জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে। যার ফলে একাধিক চিকিৎসকের দেখা মিলছে না বর্হিবিভাগে। তবে দিন কয়েক থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এমন অবস্থায় হাসপাতালের বর্হিবিভাগে কমতে শুরু করেছে রোগীর সংখ্যা। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে যেখানে আড়াই থেকে তিন হাজার রোগী হত হাসপাতালে। এখন তা কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের উপরে ভরসা হারিয়ে মানুষ এখন বেসরকারি জায়গায় ছুটছেন বলেও অভিযোগ করছেন অনেকে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, “কর্মবিরতির জেরে কিছু সমস্যা হচ্ছে তা অস্বীকার করার কিছু নেই। তবে আমরা চেষ্টা করছি মানুষ যাতে পরিষেবা পান। সোমবার আমাদের বর্হিবিভাগ ভালো ভাবেই চলেছে।”

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। শুধু কোচবিহার নয়, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির একটি অংশ এবং অসম থেকেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন ওই হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষ ভিড় করেন ওই হাসপাতালের বর্হিবিভাগে। অন্তর্বিভাগে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক রোগীর চিকিৎসা চলে। গত কয়েকদিন ওই প্রতিষ্ঠানের সুনামে অনেকটা ধাক্কা পড়েছে। আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজেও শুরু হয় আন্দোলন। কর্মবিরতি শুরু হয়। আর তার জেরে বর্হিবিভাগে কমতে শুরু করে চিকিৎসকের সংখ্যা। সোমবার ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন জায়গায় এক চোখের রোগী বলেন, “আমি বেশ কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে চোখ দেখানোর চেষ্টা করেছি, ডাক্তার পাইনি। বাধ্য হয়ে প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তার দেখাতে এসেছি।” এমন অবস্থার মধ্যে এদিন সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠক করছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। এই অবস্থার হাত থেকে কি করে বেরিয়ে আসতে হবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও রাস্তা বের হয়নি।

কোচবিহার সুনীতি একাডেমিতে প্রাক্তন শিক্ষিকারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার সুনীতি একাডেমির স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকারা বেড়াতে এসেছিলেন পুরনো কর্মস্থলে। আর এরপর নিজের স্কুলের বর্তমান ছাত্রীদের জন্য বিশেষ মেনু খাওয়াতে আগ্রহের কথা জানান সুনীতি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকারা। এই উদ্যোগের শরিক হন স্কুলের বর্তমান শিক্ষিকারাও। সব মিলিয়ে স্কুলের ছাত্রীদের দুপুরে বিশেষ মেনু খাওয়ানোর ব্যবস্থা হল এদিন। বৃহস্পতিবার স্কুলের তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীদের মিড-ডে মিলের বরাদ্দ মেনুর সঙ্গে পনির, আলাদা সবজি ও মিষ্টি দেওয়া হয়। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্যও অবশ্য বিশেষ দিনে বিশেষ মেনুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষিকাদের উদ্যোগে একটা অন্যরকম আনন্দের দিন কাটল সুনীতির একাডেমির ছাত্রীদের।

বারোফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রায় বারোফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার দক্ষিণ টাকাগাছের এক বাড়িতে। জানা যায় শুক্রবার সকালে হঠাৎই ওই বাড়ির বারান্দার চালে ওই বাড়ির এক মহিলা প্রথমে দেখতে পারেন। এরপর দেখা মাত্রই ভয়ে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। পড়ে আশেপাশে থাকা এলাকার লোকজন ও তার বাড়ির পরিবারের লোকজন এসে দেখতে পারেন যে ঘরের বারান্দায় প্রায় বারো ফুট আকারের বিশাল এক অজগর সাপ। এরপরেই খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরকে। পরে ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মীরা এসে ওই অজগর সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96